# زخم

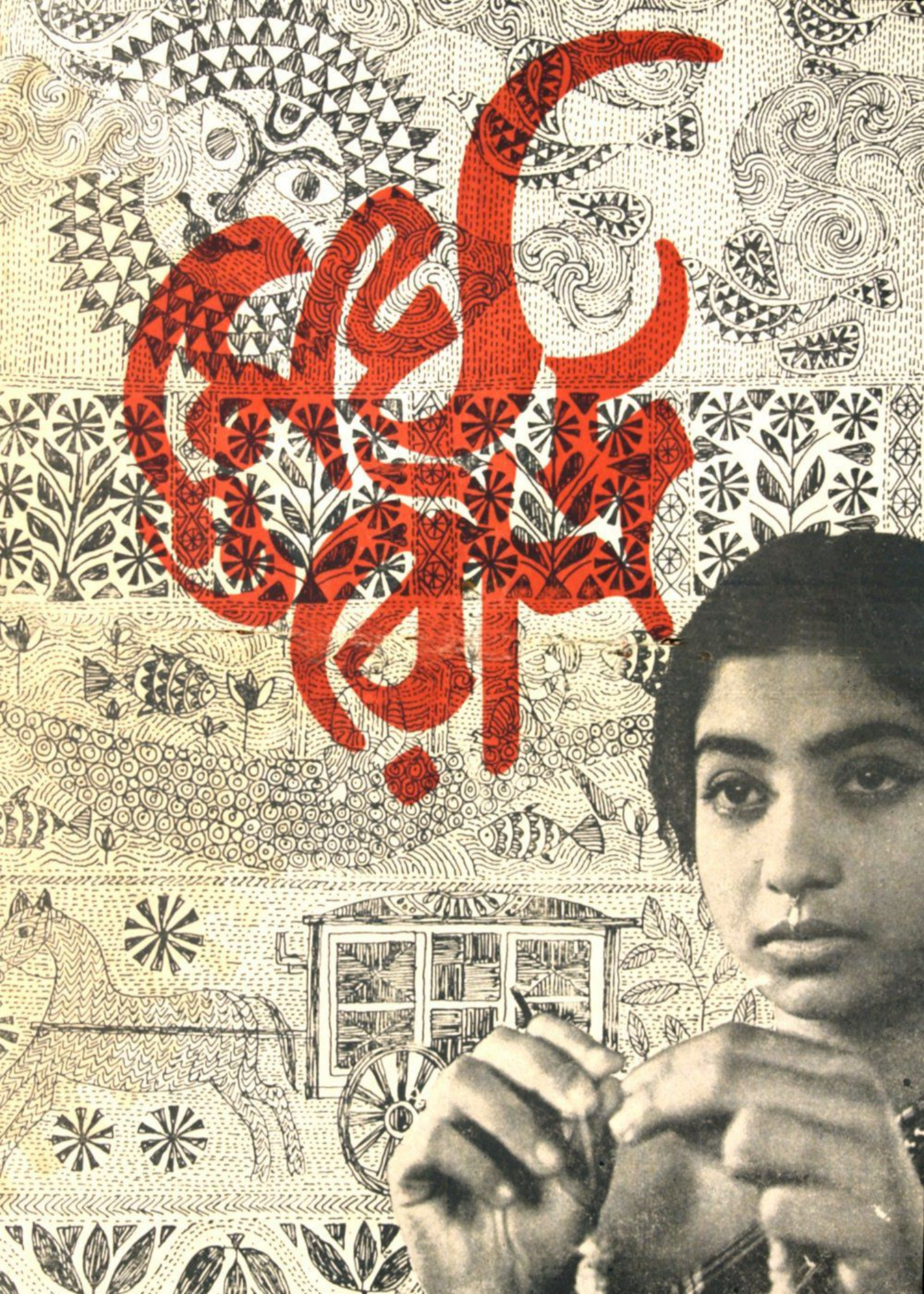

প্রযোজনা
কে, এল, কাপুর প্রোডাকসন্স
পরিবেশনা
কে, এল, কাপুর ডিষ্ট্রীবিউটার্স
**চিত্রনাট্য । সঙ্গীত । পরিচালনা**
**অরুন্ধতী দেবী**
কাহিনী । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রগ্রহণ
বিমল মুখার্জী
সম্পাদনা
সুবোধ রায়
শিল্প নির্দেশনা
সুনীতি মিত্র
কর্মসচিব
রতন চক্রবর্তী
অভিনয়ে
নবাগতা হাসু ব্যানার্জি
স্বরূপ দত্ত
প্রসাদ মুখার্জী

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
শুচিতা রায়
মঞ্জু ভট্টাচার্য
দীপালী চক্রবর্তী
দেবারতি সেন
নিকোলাস টাফিল্ড
ডগলাস আলগার
এ্যান্টনী মায়ার
কল্যাণ চ্যাটার্জী
শমিত ভঞ্জ
অসীম চক্রবর্তী
তপন ভট্টাচার্য
বিজয় লাহীড়ী
নির্মল চ্যাটার্জী
সলিল দত্ত
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
প্রশান্ত কুমার
প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী
গৌতম ঘোষ

"যখন আকাশরঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিম্নে সংসার রঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই। আমরা যেখানে এই ক্ষুদ্র জীবন-নাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। একটি যুবা পুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণে ক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিন হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন। বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানালার সম্মুখ দিয়া বারম্বার যাতায়াত করিতেছিল।" দুটী নবীন প্রাণের বিরহ মিলনে গাঁথা এই অপূর্ব কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় এইভাবে শুরু। কাহিনীর নায়ক শশীভূষণ। আইন পাশ করে কলকাতা থেকে ফিরে এল নিজের গ্রামে। পড়াশুনার মধ্যেই নিজেকে আড়াল করে রাখে সে সর্বক্ষণ। গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তার আগ্রহ কম। তার উপর সে চোখে দেখে কম। সাধারণে মনে করে সে বুঝি উদ্ধত প্রকৃতির। গোটা গ্রামের মধ্যে কেবল একটী মানুষের সংগেই শশীভূষণের ঘনিষ্ঠতা। সে হল গ্রামের নায়েব হরকুমারের কিশোরী মেয়ে গিরিবালা। গিরিবালা লেখাপড়ায় ছিল একেবারেই মূর্খ। কিন্তু রাশি রাশি আইনের বইয়ের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা শশীভূষণকে দেখে তারও বুকের মধ্যে জেগে উঠল লেখাপড়ার বাসনা। দেখতে দেখতে সে হয়ে উঠল শশীভূষণের প্রিয় ছাত্রী। দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল এক অমল অপূর্ব প্রণয়ের সম্পর্ক। এই সময় গ্রামে তাঁবু পড়ল জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের। সাহেবের মেথর



একদিন হরকুমারকে এসে জানালে যে সাহেবের কুকুরের জন্যে চাই চার সের ঘি। হরকুমার তাকে বিদ্রূপ করে তাড়িয়ে দিলেন। মেথর ফিরে গিয়ে সাহেবকে জানাল, নায়েব তাকে ও সাহেবকে অপমান করে কথা বলেছে। সাহেব রাগে থরহরি। তিনি হুকুম দিলেন এই অপরাধের জন্যে যেন নায়েবকে কানে ধরে গ্রামে ঘোরান হয়। তাই করা হল। কথাটা কানে গেল শশীভূষণের। নির্ভীক হৃদয় শশীভূষণ অপমানিত হরকুমারকে জানালে, সাহেবের বিরুদ্ধে সে নামবে মানহানির লড়ায়ে। আইনের লড়ায়ে শশীভূষণ যখন জয়ের পথে, হরকুমার সেই সময় জমিদারের পরামর্শে সহসা প্রত্যাহার করে নিলে মামলা। শশীভূষণ ভেঙে পড়ল। এরই কদিন পরে হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল গিরিবালার চলে গেল শশুরবাড়ীতে। শশীভূষণ যেন পৃথিবীতে একা। গ্রাম ছেড়ে শশীভূষণ একদিন চেপে বসল নৌকোয়, কলকাতার পথে। পথের মাঝে বাধল এক গুরুতর কাণ্ড। নদীতে জেলেরা জাল পেতেছে। শশীভূষণ দেখতে পেলো জেলেদের আর্তচীৎকার সত্বেও পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেটের বোট এগিয়ে আসছে জাল কেটে। শশীভূষণ নিজের নৌকো থামিয়ে বোটে উঠে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সাহেবের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হল এবং এই অপরাধে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল সে। পাঁচ বছর পরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শশীভূষণ যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, ঠিক তখনই একটি বিরাট জুড়ি গাড়ী এসে থামল তার সামনে। একজন ভৃত্য শশীভূষণকে জানালো, আমার প্রভু আপনাকে ডেকেছেন। শশীভূষণ যন্ত্র চালিতের মত চেপে বসল গাড়ীতে। তখনো সে জানেনা জীবনের কোন্ আনন্দ বেদনাময় জগৎ থেকে এ কার আকুল আমন্ত্রণ।

সুশীল চক্রবর্তী
ননী গাঙ্গুলী
বঙ্কিম ঘোষ
খগেন চক্রবর্তী
মনোজিৎ লাহিড়ী
খগেশ পাঠক
ভবরূপ ভট্টাচার্য্য
বলাই সেন
সমর নাগ
সতু মজুমদার
সাধন সেনগুপ্ত
দেবু রায়চৌধুরী
শুভব্রত গুপ্ত
ফকীর দাস কুমার
রসরাজ চক্রবর্তী
সূর্য চ্যাটার্জী

গান। ১

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে জানে সে রসপন্থী দেখতে পায় সে অনায়াসে।
তিনশ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
তার মধ্যে রূপ নিরবধি ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।
অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়
দেখতে যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে থেকো সদায় ত্রিবেণীতে থেকো বসে।

( বাউল )

গান। ২

সোনার মানুষ নৈদাপুরে
কে আসিল দেখে যা তোরা।
ওগো দেখে যা গৌরা রূপের ছবি
ভুলে থাকে নয়ন তারা।
সখি গো ভাবে অঙ্গ ঢল ঢল।
হাসে কাঁদে কল কল দুই নয়নে বহে প্রেম ধারা।
ও তার দুই অঙ্গ এক অঙ্গ হয়ে।
সোনার অঙ্গে গিলটী করা।
সখি গো, নবীন এক সন্ন্যাসী বেশে
কে আসিল এই দেশে
কাঙ্গাল বেশে ফিরে পাড়ায় পাড়ায়
আমার মনে হয় সে তবে বুঝি
কোন ভাবিনীর ভাবের মরা।
সখি গো, গৌর প্রেমে যে মজেছে
কুল মানের ভয় কি আছে
যে হয়েছে গৌর প্রেমে মরা।
ও অধীন নবীন বলে কর্ম ফেরে।
গৌর সঙ্গে হইলাম হারা।

( বাউল )

গান। ২ (ক)

জাগো জাগো ও ভাদু মা জাগো এবারে
আর কত ঘুমাবি এ মাটির ঘরে।

গান। ৩

ওলো সই, ওলো সই
আমার ইচ্ছে করে তোদের মত মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দু'খানি
কোনে বসে কানাকানি
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই।

( রবীন্দ্র সঙ্গীত। আংশিক )

গান। ৪

সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া
আছ হৃদয় মাঝে
সেথা কতই ব্যাথা বাজে
ওগো এ কি তোমায় সাজে, ও মোর দরদিয়া।
এই দুয়ার দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে
তবু আছ তারি পরে ও মোর দরদিয়া
সেথা আসন হয়নি পাতা
সেথা মালা হয়নি গাঁথা
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা ও মোর দরদিয়া

( রবীন্দ্র সঙ্গীত )

গান। ৫

বলি গো সজনী যেয়ো না যেয়ো না।
তার কাছে আর যেয়ো না যেয়ো না।
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক
মোর কথা তারে বলো না বলো না।
আমায় যখন ভালো সে না বাসে।
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনী
মোর তরে তারে দিয়ো না বেদনা।

( রবীন্দ্র সঙ্গীত )

গান। ৬

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
তেয়াগিলে আসে হাতে।
দিবসে যে ধন হারায়েছি
আমি পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে পরশিবে না গো
তারি প্রাণে প্রাণ মেলে দিয়ে
জাগো জাগো জাগো
তারায় তারায় রবে তারি বাণী
কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
বিণা বাদিনীর শতদল দলে করিছে সে টলমল।
মোর গানে গানে
পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে
শান্ত হাসির করুণ আলোকে
ভাসিছে নয়ন পাতে।

( রবীন্দ্র সঙ্গীত )

PRONABESH MAITI
27 U. B. b... Ghosh Road
Calcutta - 700040

সহকারী পরিচালক। পলাশ ব্যানার্জী
বিবেক বকসী। অমিতাভ দাশগুপ্ত
সহকারী চিত্রশিল্পী। ঝিন্টু দত্ত ও
বীরেন মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক। নিমাই রায়
সহকারী শিল্প নির্দেশক। বুদ্ধদেব ঘোষ
প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
নেপথ্য কণ্ঠ। মান্না দে
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবীর গুহঠাকুরতা
অমর পাল।
ব্যবস্থাপনা। শান্তিশেখর চৌধুরী
সহকারী। বনমালী পাণ্ডে। গৌর দাস
মুখসজ্জা। মদন পাঠক
সহকারী। শম্ভু দাস
শব্দগ্রহণ। অতুল চ্যাটার্জি ও
নৃপেন পাল ( অন্তর্দৃশ্যে )
ইন্দু অধিকারী ( বহির্দৃশ্যে )
সহকারী রথীন ঘোষ।
বাবু সেনগুপ্ত ও বীরেন নস্কর
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা
শ্যামসুন্দর ঘোষ
সহকারী। জ্যোতি চ্যাটার্জি ও
ভোলানাথ ঘোষ
সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা।
অলোকনাথ দে
সাজসজ্জা। যতীন কুণ্ডু
সহকারী। কানাই দাস ( ছোট )
সিনে ফ্রেম
আলোকসম্পাত। শম্ভু ব্যানার্জি
নিতাই শীল। হরিপদ হাইত
জগৎ সিং। গুননিধি লেঙ্কা
শৈলেন দত্ত। দুঃখীরাম অধিকারী
মঞ্চ নির্মান। ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য
পটশিল্পী। চ্যাটার্জী এণ্ড কয়েল
স্থিরচিত্র। ক্যাপস
পরিচয়লিপি নিতাই বসু
ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটী
লিমিটেডে আর, সি, এ ও ওয়েষ্ট্রেকস
শব্দযন্ত্রে গৃহীত।